Sultan Muhammad Razzak

Sultan Muhammad Razzak was born in 1959 in a cultural family of Pabna. He completed his Masters' Degree from University of Dhaka and obtained higher education on research on virtual education development and effective communication from UNESCO ESKOLA, Spain, and UNESCO Thailand and various international institutions. In his professional life, he has worked in different UN projects on development behavior change communication and education. He has contributed to the development of Bangladesh through the successful use of educational dramas, folk music and videos. His notable works include Rubayat of Sultan, Philosophize, Illusory Philosophize, The Lady and Afternoon Flowers, Swapna Kolpodrum and a total of 14 plays. His works also include Translation of Edward Fitzgerald and Omar Khayyam's Rubai, Mirza Ghalib and Bahadur Shah Jafar's philosophical poems, and 100 poems by 10 poets from the Romantic era. He has taught at various international universities as visiting professor. He has been recognized and awarded nationally and internationally many times for his creative work and active role of virtual education.

রুবাইয়াৎ -ই- সুলতান

৩য় খণ্ড

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

Rubayat of Sultan

3rd Part

Sultan Muhammad Razzak

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান
৩য় খণ্ড
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সর্বস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন

ই বুক প্রকাশনাঃ মে ২০২১
অলংকরণঃ নিজ
প্রচ্ছদঃ ইন্টারনেট থেকে নেয়া
সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার হলো।
মূল্যঃ ৫৫০/

Rubayat of Sultan
3rd Part
By: Sultan Muhammad Razzak

Format & design: Self
E book publication : July 2021

All rights: Dr. Afroja Parvin

Cover page: Design taken from
Internet with courtesy.
Price: USD-10/

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান

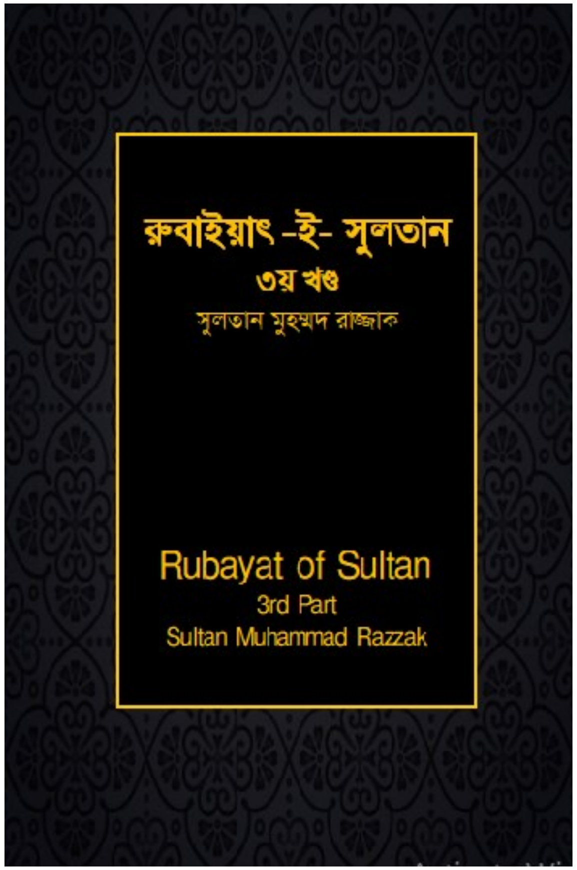

উৎসর্গ

অনুভুতিপ্রবণ প্রিয় অনুজ প্রিয় বন্ধু

মুরশাদ সুবহানী

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান

স্বাগতম প্রিয় পাঠক

১২০১

প্রতিরাত্রি জেগেজেগে থেকে, অপেক্ষায় আমার আঁখি,
তোমারে চাই বনপাখী, হারালে কোথায় নিশিথে ডাকি!
পেয়ালাতে মদিরা ভরি, এসো গো আমার প্রিয় অপ্সরী -
তোমারে দেখার আশায় আমার- মরু হয়েছে দুই আঁখি!

১২০২

তোমার জন্য এইযে গোলাপ, সুরভিত হয়ে মুখ ফিরাও,
যে ভালোবাসা উপমাবিহীন, প্রিয়ে মেরা দিল মে আও!
নকশী কাঁথা বিছিয়ে আছি, আকাশ দুধেলার কাছাকাছি-
দু'হাত ভরা কত যে স্বপ্ন, উন্মুখ প্রাণে সব কথারাও!

১২০৩

করছে খেলা জীবন দেবী - আমি তাঁর কাছে পুতুল এক,
খেলুরে আঙুলে ঝুলছি সুতোয়, হেসে বলে খেলাটা দেখ!
এই জীবনের না কিছু জানি, সকল খেলাই তোর যে রানী-
মৃত্যু পরোয়ানা হাতে যার কিসের তার অভিষেক ?

১২০৪

পাঠিয়ে দিলে কুঞ্জবনে, বললে সেথায় অনেক সুখ,
সেখানে নাকি ফুলের ঘ্রাণে ভরিয়ে রাখে সদাই বুক!
অনিশ্চিয়তার পান্থশালা কোথায় যে সুখ বল বালা,
হাজার শ্বাপদ চারপাশ ঘিরে, হাজার স্বাদের আছে দুখ!

১২০৫

জ্ঞানীরা সব তর্ক করে, তুই বেচারা থাকনা চুপ,
গোলাব আতর ছড়ায় তারা, তুই সুখে থাক নিয়েই ধূপ!
তুই করে যা সহজ যে কাম- বোকার খাতায় থাকনা নাম-
তাকে নিয়ে লড়াই কেন-নিজেই যিনি বলে অরুপ!

১২০৬

মুগ্ধকরা তারার আকাশ, আরো ছিল জ্যোৎস্না রাত,
ঝিলের পাশে বসেছিলাম, তোমার হাতে আমার হাত!
চাঁদের আলো তোমার মুখে, করছে খেলা পরম সুখে-
হাজার রাতের গল্পবলা- এইতো প্রিয়া মদির রাত!

১২০৭

বেঁচে থাকার ভাবনাগুলো, বইছে প্রাণে বিরামহীন,
কষ্ট লাগে ভাবতে প্রিয়ে - ফুরিয়ে যাবে এসব দিন!
বন্ধ হবে সুন্দরি মোর, ভালোবাসার সকল দোর-
নি:স্ব হয়ে আমরা সবাই- হবো মাটির অঙ্কলীন!

১২০৮

বেলোয়ারী এই পেয়ালা, দ্রাক্ষারসে কেমন লাল;
এক চুমুকেই কবি হলি, দুই চুমুকেই উন্মাতাল!
কিসের জন্য মানব জন্ম, কিসের রে তোর ধম্মকম্ম
বুঝলি নাতো কিছুই যে তার- হলিই শুধু মূঢ় বাচাল!

১২০৯

একই পথের যাত্রী মোরা, তর্ক বৃথা লাভ কি বল,
হাজার প্রশ্ন বইছে মনে-অপ্রমাণে সব অতল!
চাই ফুটাতে ফুল সকল, মন যে আমার রয় উতল-
ভাবছি বসে আমার চেয়ে- এই জগতে কে অচল?

১২১০

কি পেয়েছিস জীবনখানায়, শুধুই কিছু ভাঙা রাত,
দিলরুবাতে কান্না ওঠে- কপোল ভেজা অশ্রুপাত!
সুখ পাখীটা দূরে দূরে- কেঁদেই গেল সুরে সুরে-
হাসিমুখেই রইলি যে তুই- দেখলো না কেউ কঠিন রাত!

১২১১

ভেংগেই যদি যাস পেয়ালা, মূল্য কি তোর এই ভবে!
টুকরোটুকরো ভাংগাচোরার দাম দিয়েছে কে কবে?
পোড়া মাটির পেয়ালা তুই- কেউ কাঁদেনা তোরে ছুঁই-
চাঙ্গা আবার সরাইখানা, মাতাল হাওয়ার দিল সবে!

১২১২

নয় পেয়ালা নয় সিরাজি, জাগায় নেশা তোমার আঁখি,
মিছেই দুষি দ্রাক্ষারসে, দোষী তুমি নিজেই সাকী!
তোমার আঁখি লালি মেশা-ঠোঁট গুলো যে ডালিম পেষা-
জ্ঞান হারিয়ে ভাবছি প্রিয়া, চাঁদনী আমার ডুবলো নাকি!

১২১৩

হৃদয়খানায় আগুন দিলে, অশ্রুজলে শান্ত আজ,
অশ্রুজলে আগুন দিলে, কেমনে নিভাই বল রাজ!
আগুন লাগা চোখে আমার, আকাশ পুড়ে যেন তামার-
হৃদয় পোড়া দেহ নিয়ে - বল আমার কিসের সাজ!

১২১৪

এমনতো নয় তোমার চেয়ে সুন্দরী নেই এই ধরায়;
দিল যে আমার কেমন পাগল, শুধুই কেবল তোমায় চায়!
বুঝলোনাতো বাস্তবতা, শুনলোনাতো কথকতা-
গোলাপ যে তার নেই প্রয়োজন- কাঁটার দিকে কেবল ধায়!

১২১৫

সেইযে আমার মদিরমুখী-ক্ষীণ তনু বল্লরী,
মদালসা মৃত্যু যেন ত্রিভঙ্গতে ছল করি,
দাঁড়িয়ে ছিলে আঁখিরপারে-মদিরকণ্ঠি সুর বাহারে-
ভালোবাসার পূর্ণিমারাত-স্বপ্নে জাগা হুরপরী!

১২১৬

আমরা দুজন মালী ছিলাম, সরাইখানায় এই বাগে,
ফুল ফুটেছে হাজার রঙের দুইজনেরই অনুরাগে!
দুজন মিলে একটি নায়ে, কাটলো হেথায় বনের ছায়ে-
কোন নিশীথে কে যে যাবে, সেই নিশীথের ভয় জাগে!

১২১৭
প্রথম বসন্তে ফোটা ফুল তুমি, তুমি তো ছিলে খুশবুদার;
তুমি তো প্রথম পূর্ণিমারাত- উতল হাওয়ার দক্ষিণ দ্বার!
তুমি তো ছিলে গীতি কথা মোর, কুঞ্জবনের প্রথম ভোর-
তোমার আঁখির পাখীরা গাইতো প্রেমের গজল সুর অপার!

১২১৮
জীবন তো এক যাতনাময়ী, ছিন্নভিন্ন রাত্রিদিন,
মনের কোণে বেসুরো এক বাঁশরী যেন বিরামহীন!
এই এখানে মরুর ভাঁজে, সুখ পাখী গায় মাঝে মাঝে-
গভীর রাতের কুঞ্জবনে- যেথায় আমার দিল আসীন!

১২১৯
মধ্য রাতের অন্ধকারে ভাবছি তোমায় দিলাম দিল,
হঠাৎ কোরেই আওয়াজ পেলাম-কোন দরোজা খুল্লো খিল!
বল্ল সেযে মৃত্যু আমি- ভাবছো আমায় দিবস যামী-
কি লাভ বল হৃদয় দিয়ে- যে কবিতার নেই তো মিল!

১২২০
তোমার কাছে কিছুই নাতো, পূর্ণিমার ঐ গীতল চাঁদ,
হাসিন নদী আসলো ধেয়ে- ভাঙলো আমার দিলের বাঁধ!
বলেছি আমি রজনীকে, তাকিয়ে দেখ তাহার দিকে-
হুস্নাকে মোর দেখলে পরে-বদলে যাবে তোমার সাধ!

১২২১

বন্ধু প্রিয় মন যে আমার, তোমায় শুধাই রাত্রি দিন,
কখনো কেন বরষা আঁখি, কখনো আবার অশ্রুহীন!
কখনো আমার ব্যথিত হৃদয়- জ্যোৎস্না রাতে তুফান বয়-
কখনো কেন পানশী ভাসে- ব্যাথার সাগরে অন্ত:হীন!

১২২২

জীবন দিলে মাত্র দুদিন, স্বপ্ন ভংগ তায় কেন?
কেবলি কুঁড়ির কুঞ্জবনে, বইছে মাতাল ঝড় যেন!
কেমনতর খেলা প্রিয়ে, খেলছো তুমি সৃষ্টি নিয়ে-
মনেই রইলো মনের কথা-মনেতে হারানো সুর যেন!

১২২৩

দু:খ করোনা বন্ধু আমার- আমি তো আছি বেশ ভালো;
দিলের বাইরে আঁধার হলেও, দিলের ভিতর বেশ আলো!
সেখানে রয়েছে পূর্ণিমা রাত-মদির মুখানি রয় প্রতিভাত-
তোমার স্মৃতি- মিটিমিট তারা, রাতের আঁধারে জমকালো!

১২২৪

ঝরলে বকুল মাটির পরে, গন্ধটুকু বুকে নিয়ে;
জীবন ছেড়ে গেলে তুমি ভালোবাসার ভূবন দিয়ে!
আমিও যেমন পাগল কবি, এঁকেই গেলাম তোমার ছবি-
দিলের ভিতর জিকির তুলে, ডেকে গেলাম তোমায় প্রিয়ে!

১২২৫
জীবন এবং তাবৎ কিছু, নেয়ামত তো সব খোদার,
মনের আছে আবেগ বিবেক, নয়তো তারা দাশ তোমার!
মনের ঘরের কাজীর মতন, বিবেক বলেন যখন তখন-
ধার ধারেনা উপদেশ তার, শুনলো কিনা মন তোমার!

১২২৬
কোথায় আমার প্রাণের সাকী, পান পেয়ালা রইলো বাকি,
নেকাব খোল জ্যোৎস্না রাতি, চাঁদ থেকোনা মেঘে ঢাকি!
বিরহ জ্বালায় বকুল ঝরে, সুবাস যে তার কাঁদিয়া মরে-
তুমি ছাড়া যে প্রিয়ে আমার- মৃত্যুর ক্ষণ আজকে রাতি!

১২২৭
দিল যে আমার চায় গো সাকী, পেয়ালাখানি দাও ভরে,
কি জানি কি শেষ রাতি আজ, ঘুমিয়ে পড়বো কাল ভোরে!
দুই দিবসের কুঞ্জবনে খেলা শুধুই তোমার সনে-
আজকে যদি না খেলি সই- রইবে সবই কাল পড়ে!

১২২৮
ভুলেই যাবে জগৎ আমায়, হয়তো দুদিন আগে পরে,
ভুল্লে নাহয় আগেই তুমি, কি লাভ বলো হিসাব করে!
নয়তো তোমার আঁখির পাতে- আমার দেহ মাটির সাথে-
কি আসে যায় এই জগতে- মরার পরে বিলাপ করে!

১২২৯

হাসলে পরে তুমি যেন, চাঁদের কিরণ জ্যোৎস্না রাত,
গোলাপ লালা সুবাস যেন জড়িয়ে থাকে বুকের সাথ!
সেই যে তোমার অপার হাসি, মন গভীরে সুরের বাঁশী-
বাজিয়ে চলে মোহন সুরে- চম্পাকলি মায়াবী হাত!

১২৩০

সত্যিই আমি বলছি শোন গোলাব বাগের বুলবুলি,
তোমার সাথে কাটলো সুখে বেহেস্তী মোর দিনগুলি!
এর চেয়ে তো চাইনি বেশী, বন্ধু আমার কালো কেশী-
যা দিয়েছো তাতেই বাজে- জ্যোৎস্না রাতে সুরগুলি!

১২৩১

আমায় নিয়ে বাগানে আর, গোলাব কুঁড়ি ফুটবেনা,
আমায় নিয়ে তোমার বুকে সুবাস তো আর ছুটবেনা!
পেয়ালাখানা ভেঙে গেলে, হাজার কাঁচের টুকরো মেলে-
রইবে পড়ে পাপড়ি স্মৃতির- পুষ্প হয়ে ফুটবেনা!

১২৩২

এইযে আমার পেয়ালা খালি, চাওনা কেন আমার পানে,
মুচকি হেসে পেয়ালা ভরো- মারো আমায় আঁখির বানে!
এই যে দেখো জগৎ ভুলে- তোমার তরে হৃদয় খুলে-
সরাইখানায় মাতাল হয়ে- চাইছি তোমায় মনে প্রাণে!

১২৩৩

কে আছে বল রুপ লাবণ্যে, তোমার মতো চাঁদনী মোর;
লক্ষ তারার পীদিম জ্বালানো তুমিই যেন বেহেশত দোর!
আমার কলমে জ্যোৎস্নার কালি, লিখে কথা নভে রুপালী-
হৃদয় নিঙাড়ি ভালোবাসা ঢালি - জাগায় মনে বসন্ত ভোর!

১২৩৪

আর কতকাল স্বপ্নবিলাস, সাগরতীরে হাঁটবি বল,
আর কতকাল নাইবি কবি, আকাশভাঙা জ্যোৎস্না ঢল
আর কতকাল কাঁদবি কবি, চোখের জলে আঁকবি ছবি-
মনের বীণা বাজিয়ে রাতে- কান্না ভরা সুর অতল!

১২৩৫

তোমার চেয়ে সুন্দরী তো আরো আছে চারপাশে,
হৃদয় শুধু তোমায় চাহে- তোমার সুরেই দিল ভাসে!
তোমায় কেমনে ভুলবো সাকী-তাইতো চাঁদে চেয়ে থাকি
হয়না ভোলা তোমায় প্রিয়ে- তোমার মুখেই চাঁদ হাসে!

১২৩৬

প্রেমিক তুমি সাবধান কিনা প্রেম সাগরে নামার আগে,
সেথায় হাজার কন্টক নিয়ে দু:খ বিরহ নিতুই জাগে!
বেদনা সাগরে ছোট্ট নায়ে- তুমুল ঢেউ ও ঝড়ো বায়ে,
বিনিন্দ্র রজনী চাও যদি প্রিয়- যাও তবে অনুরাগে!

১২৩৭
হাজার রাতের গল্প আমার বলে যাই একা একা,
কত চাঁদ ওঠে, কত ডুবে যায়- স্বপনে পাই যে দেখা!
তুমি যে আমার শুকনো বকুল, ভাসাও এ চোখের দুকূল-
জলহীন চোখ- জলহীন নদী- জেগে থাকে তট রেখা!

১২৩৮
তুমি তো আমার তীরের বন্ধু, জ্যোৎস্না রাতের নিশাচর,
মাঝ সাগরের তপ্ত হাওয়ায় চলছে সদাই মহা ঝড়!
তোমার স্বপ্ন রুপালি তীরে, চাঁদের রুপসী নৌকা ভীড়ে-
আমার স্বপ্ন ঝড়ের ভিতর- ছিন্ন ভিন্ন ফুল বাসর!

১২৩৯
হোক না আকাশ যত নিকশ, রুখতে পারেনা কোন ভোর,
আসবে রঙিন আলো নিয়ে- হয়তো তোমার রুদ্ধ দোর!
খুলে রেখো দুয়ারখানি, ডাকবে আলো নিশ্চিত জানি-
অন্ধকারই সাহস তোমার- মুছে ফেলো আঁখির লোর!

১২৪০
রাত্রে চেয়ো আকাশখানায়, পত্র আমার লেখা তাতে,
গানের ভাষায় লিখেছি পত্র, কান পেতে শোন সুর তাতে!
আকাশ জুড়ে ভালোবাসা, মনে প্রিয়ে তোমার আশা-
নিরালায় একা দাঁড়িয়ে থেকো মমতা মাখানো জ্যোৎস্নাতে!

১২৪১
অঝোর ধারায় বৃষ্টি রাতে, হৃদয় আমার পুড়ে ছাই,
তোমার মনের বনের ভিতর, বনবাসী হতে চাই!
হৃদয় পোড়া, পোড়া বাঁশী, জ্যোৎস্না রাতের সর্বনাশী
পোড়া বাঁশীর পোড়া ছাইও, তোমার নামে কাঁদে ছাই!

১২৪২
দেখবো আমি আজকে প্রিয়া, জ্যোৎস্না রাতে তোমার মুখ,
চাঁদের পানে চাইবোনা আর, তোমার মুখেই আমার সুখ!
আজকে দেখো রাতের বেলা, জ্যোৎস্না মেঘের কত খেলা-
আজকে রাতে শান্ত সাগর- যেমন শান্ত আমার বুক!

১২৪৩
জানোই যদি সরাইখানায়, মাত্র আছো দুইটা দিন,
বিদায়কালে সবার কাছে রয়েই যাবে তোমার ঋণ!
তারাও সবে ঋণী রবে, এমনি করেই বিদায় হবে-
হাজার কোটি বছর ধরে- পরম্পরায় চলছে দিন!

১২৪৪
বইয়ের ভাঁজে যে গোলাপটি, পেয়েছিলাম প্রেমের দামে,
সেই পাতাতে মধ্য রাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে-
তোমার ঘরে নিওন আলো, কারে যেন সোহাগ ঢালো-
আমি একা মেঘলা রাতে - বিধি আমার রইলো বামে!

১২৪৫

সুলতান তুই ভাবিস কেন, যা হবার তো তাই হবে;
দু:খ কেন মৃত্যু নিয়ে- অমর হয়েছে কে কবে?
জীবন চলার পথে পথে- চল্লি যে তুই ভাগ্য রথে-
সবাই হারায় মহাবিশ্বে- কীর্তি কারোর না রবে!

১২৪৬

জীবনের আছে তিনভাগ জল একভাগ স্থল রে পাগল,
রুদ্ধদুয়ারে কাঁদিস কেন, আয় আলোতে খোল আগল-
এই এখানে জল ও মাটি- দেখনা কেমন পরিপাটি -
ভাগ্যের ভাগ এমন করেই- মিছেই ফেলিস চোখের জল!

১২৪৭

গাইলে যখন প্রেমের গজল, জ্যোৎস্নারাতে সুন্দরী,
মনের ভিতর উঠলো ফুটে হাজার তারার মঞ্জরী!
আকাশ তারার গালচে খানায়- রুবাঈ পরী সেলাম জানায়-
মুগ্ধ আমার পাগল হৃদয়- তোমার সুরেই গুঞ্জরি!

১২৪৮

গোলাপ রইলো তোমার জন্য, নয়তো কলি- দল খোলা,
তোমার আমি জ্যোৎস্নারাতি- বলেই দিলাম যা বলা!
খেলতে যদি চাও গো প্রিয়ে- খোঁপা বাঁধো বকুল দিয়ে-
কুঞ্জবনে একলা এসো, সুবাস যেথায় দিল খোলা!

১২৪৯
গালমন্দ করোনা বন্ধু, হলাম নাহয় প্রেম পাগল,
মঞ্জিল তো তোমার হৃদয়, খোল তোমার মন আগল!
আমি বাসন্তী মন্দা হয়ে, তোমার দিলে যাবো বয়ে-
অনেক কথা যাবো কয়ে- যে পাহাড়ী বুনো কল্লোল!

১২৫০
আমার প্রাণে যমুনা তন্বী, চাঁদের মতই মিষ্টি মুখ,
বয়ে যাও মোর বিরহী প্রাণে- বিলিয়ে তোমার জ্যোৎস্নাটুক!
আমি আমাকেই দেখি পাগল, মিহিসুরে গায় সে যেন গজল
হাজার গোলাপ কুঞ্জবনে- সুবাসে মদিরা আমার বুক!

১২৫১
আমার বাগানে সে নদীর পারে, রুপোর গালিচা বালুকাময়,
সুবাসী গোলাপ রুপসী পাখী- নাচে গায় মোর বেহেস্ত ময়!
সেখানে আমার তুমি যে নারী- জ্যোৎস্না শরীর কান্তিমা শাড়ী
আমার রুবাঈ শব্দ' রা খেলে - তোমারি কুঞ্চ অলোকময়!

১২৫২
আজকে আবার সরাইখানায় উঠলো জ্বলে অনেক বাতি,
মেঘকুমারীও লুকিয়ে কোথায়, কিরণ ভাসা আকাশ রাতি!
আসবে নাকি তুমি প্রিয়ে- বেলীর গাজরা খোপায় দিয়ে-
রাঙা ঠোঁটের সুন্দরী গো মদির রাতে হবে সাথী!

১২৫৩

বাহাদুর শাহ জাফর যদি ভারতবর্ষে থাকতো শুয়ে,
তার কবরে পড়তো আজো, পুষ্প অর্ঘ্য চরণ ছুঁয়ে!
আছেন তিনি রেঙ্গুনে আজ, ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ-
বাংলা থেকে এই রুবাঈএ শ্রদ্ধা জানাই মাথা নুয়ে!

১২৫৪

শূন্য মিলের জীবন অংক, হিসেব কষে লাভ কি বল,
বৃথাই যে তোর কাব্য করা- মরণকালে সব বিকল!
খুঁজিস কেন সার্থকতা-চলুক জীবন যথাতথা-
দুই দিনের এই দুনিয়াদারি, রইলি কেন তুই বিভোল!

১২৫৫

মাতাপিতা মনে হলেই, আঁসু আসে আঁখিপাতে,
তাঁদের তুমি রেখো প্রভু তোমার প্রিয় জান্নাতে!
তোমার কাছে এই মোনাজাত, যে দরবারে ফেরেনা হাত
পরকালে জায়গা রেখো এই অধমের তাঁর সাথে!

১২৫৬

আজকে রাতে পান করিনি, জ্যোৎস্না আমার আকাশ ভরা,
বক্ষে আমার তুমি সাকী, পেয়ালা আমা উপুড় করা!
থাকলে তুমি আমার পাশে, হৃদয় ভাসে বন সুবাসে-
কিসের আমার দ্রাক্ষা রাতি, মন যদি হয় প্রিয়ায় ভরা!

১২৫৭
নদীর ধারে বাউলা বাতাস- বসে আছি চাঁদনী রাতে,
জানি তুমি বন্ধু তো নও, তোমার তরেই গোলাপ হাতে;
দিল ভাঙানি ওগো রানী, ভাসিয়ে দেবো গোলাপ খানি-
যাক না ভেসে তোমার ঘাটে- আজ বিরহী বিষাদ রাতে!

১২৫৮
বিরহী রাতেও জ্যোৎস্না হাসে, ধারালো রুপোর ছুরি তার,
ঝলসে ওঠে নীল সরোবরে দিল কেটে যায় বারে বার!
বাতাস বাজায় বিরহের বাঁশী-আকাশে তার কৌতুক হাসি;
এত যে গ্লানি সবকিছু মানি -পরাণ বলে তারে ভালোবাসি!

১২৫৯
সুলতান বলে প্রেয়সী আমার, রুপালী রাতে গোলাপ মোর,
রাতের হাজার তারার কোরাসে, মিনতি কর খোল দোর!
আজকে রাতের পূর্ণিমা চাঁদ- আবার জাগায় বাঁচিবার সাধ-
ওগো প্রিয় রাত মিনতি রেখো,যেওনা ফুরে এসোনা ভোর!

১২৬০
তোমার আঁখি কেমন নেশার বিষ পেয়ালার নীল সরোবর,
ও চোখে আমার চেয়ে থাকা - দংশিত লাশ নেশা বিভোর!
এ যেন আমার মধুর মরণ- দেহের পেয়ালা তোমারি শরণ-
গড়ে পড়ে নীল সুধা যেন আমার হাতের পেয়ালা পর!

১২৬১

কি আছে মোর বল দেখি, লিখছে ভাগ্য নির্বিকার,
ভাগ্যটাকেই বয়ে বেড়াই, চলছে ঘটে যা হবার!
আমি যেন কলের পুতুল- ভাগ্য দিয়ে ঘেরা দুকূল-
তার মাঝেই চলছে জীবন, হচ্ছে আমার দিন কাবার!

১২৬২

আজকে পুরোই মাতাল আমি, করবো খালি সব সোরাই,
তুমিও সাকী বেঁহুশ আজি-বেঁহুশ জগৎ এই সরাই;
প্রাণের ভিতর একটি কথা, ভেসে ভেসে উঠছে যে তা-
ভাবে সবাই মরবেনা কেউ- কেমনে সইবো এই বড়াই!

১২৬৩

না হয় আজ লাগলো বুকে, তোমার প্রেমের দখিন হাওয়া,
জ্যোৎস্না রাতে ছাদের উপর ’বিলাস খানি’র সুর গাওয়া!
দু:খ নাহয় ভুলেই গেলাম, বিরহেতে মন মিলিয়ে নিলাম-
তবুও সুবাসী স্নিগ্ধ রাতে- মনের মাঝে তোমায় পাওয়া!

১২৬৪

মনের ভিতর দ্বন্দ্ব কিসের করছি কতই তিরস্কার,
বদনসিবী সবাই মোরা, মৃত্যু সবার পুরস্কার!
দুই দিবসের সরাইখানা, হেথায় এত কিসের মানা-
একটু নাহয় নেশা হলো, ধারলি নাতো কারো ধার!

১২৬৫
হৃদয় আমার মুগ্ধ করা, সেই যে তুমি প্রাণপ্রিয়া,
আঁধার ঘরে জ্বলছে যেন মৃদু আলোর দিল 'দিয়া'!
আজ আকাশে চাঁদ ওঠেনি, মনের বনেও ফুল ফোটেনি-
দেখবো তোমায়- মুখিয়ে আছে-আজকে রাতে মোর হিয়া!

১২৬৬
আমায় যদি মূর্খ বলো, কি এসে যায় বন্ধু মোর,
জ্ঞানের কথা গিলছি দেদার-উল্টে যে যায় আসলে ভোর!
দৌড়ে যাচ্ছে জ্ঞানের মশাল, আমি অধম পাইনি যে তাল-
রয়েই গেলাম মূর্খ আমি- জীবন গেল - সামনে গোর!

১২৬৭
মূর্খতা মোর যায়না প্রিয়, করছি কতই শ্রাস্ত্র পাঠ,
উজাড় হলো গ্রন্থ কত - রইলো মাথা গড়ের মাঠ!
হলাম শুধুই বনমালী- বাগান আমার পড়েই খালি-
ফুটলো নাতো গোলাপকুঁড়ি, ফুটলো শুধুই বনের ভাট!

১২৬৮
চাঁদনী রাতে সরাইখানায়- ভাবছো আমায় মন্দলোক,
আমায় মাতাল করলে তুমি-তোমার রুপের সেই ঝলক!
তোমার আশায় নেশায় মাতি-জিকির করে কাটে রাতি-
কখন তুমি উঠবে ভাতি - সেই আশাতেই মদির চোখ!

১২৬৯
কোন একদিন তোমার মত, আমারও ছিল অহংকার-
দীপ জ্বালানো আলো দেখি তবুও কাটেনি অন্ধকার'!
এখন দেখি দীপের আলো মন করেছে আরো কালো-
হাতড়ে বেড়াই সকল স্থানে- নেই কোন পথ পার হওয়ার!

১২৭০
দ্যাখ তাকিয়ে উজবুকেরা, জ্ঞানীর মত সেজে সং,
যেমন খুশী বিদ্যে ফলায়- বাহারি পোশাকে ছাগলা ঢং!
করছে তারা দিবস রাতি- বানোয়াটির জোর বেসাতি-
তুই ব্যাটাতো জনম মূর্খ- তোর মুখে ক্যান এত রঙ!

১২৭১
ঝড়ের রাতে জীবন যেন, দপদপিয়ে জ্বলছে বাতি,
তুমি দূরে গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছো হে মোর সাথী;
এমন ঝড়ে পাপড়িগুলো- ছিন্নভিন্ন হাওয়ার ধুলো-
জীবন ঝড়ো সরাইখানায়- এইতো প্রিয়ে বাসর রাতি!

১২৭২
তুর্কীবালা সোরাই হাতে, দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্না রাতে,
তানপুরাতে সুর বেঁধে নাও, সরাই মাতুক আজকে রাতে!
আকাশ ভরা তারার রাত, রইলো কবি তোমার সাথ-
লাল শিরাজির গেলাস খানা আজকে নাচুক তোমার হাতে!

১২৭৩
গেলাস যদি খালি থাকে, কেমনে হবে বন্দেগী?
ফুটবে নাতো প্রেমের মুকুল-শূন্য যে তোর জিন্দেগী!
এক চুমুকে হলো নেশা, দুই চুমুকে প্রেমে মেশা-
তিন চুমুকে হলাম ফানা- ইলাহ নামের বন্দেগী!

১২৭৪
তোর দেহ যে সরাইখানা, লাল শিরাজির দোকান ঘর
মনের ভিতর হাজার মাতাল কয়জনারে করবি পর?
সবাই নাচে জ্যোৎস্না রাতে- নানা রঙের গেলাস হাতে-
দেহ জাহাজ ডুবেই যাবে- যা পারিস তাই আমোদ কর!

১২৭৫
ভাবছো তুমি এই দুনিয়া, হাজার রংয়া ফুলের ভীড়,
মদির মাখা জ্যোৎস্না রাতি, সুবাস পাগল কস্তুরির?
সাত সুমুদ্দুর বইছে হেথা-নোনাজলের দু:খ ব্যাথা-
সব লুকিয়ে রেখেছে যে রঙিন হাসি সুন্দরির!

১২৭৬
তুমি আমার মোহন রাতের-মুগ্ধ মদির কস্তুরি!
বিরান রাতে জ্যোৎস্না ঢালা, আকাশ গাঙের সুন্দরি!
বিষাদ আমার তারা ফুলে, নীল চাঁদোয়ায় আছে ঝুলে-
সেথায় তুমি আজ উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াও ফুল পরী!

১২৭৭
এইতো আমার স্বর্গ প্রিয়ে, চাঁদ লুটানো ঝিলের জল,
ঘাস বিছানো গাঁয়ের মাটি, মহুয়া গাছের বনতল!
হেথায় বকুল ফুলের মালা, গন্ধে লেখা জীবন পালা-
এই এখানে নঁকশা করা মনের বাঁশীর সুর অতল!

১২৭৮
কৃষ্ণ কমল ফুল যে তুমি, বন্ধু আমার জ্যোৎস্না রাত,
তোমার কথা মনে হলেই-নদী আমার আঁখির পাত!
রাতের বেলা আমার আঁখি-সজাগ থাকে ডাকলে নাকি-
হাত বাড়িয়ে দেয় যে আকাশ-সেইযে আকাশ তোমার হাত!

১২৭৯
মনের ভিতর ইচ্ছে করে, জ্যোৎস্না রাতে তোমায় চাই,
সেই যে ছাদে বেলী'র ঘ্রাণে, মাতাল কবির কলম তাই!
তোমার দেহের সোরাইখানি, যেন আমার কবিতাখানি-
পাঠ করে যাই মাতাল গলায়- হুল ফুটানো ভোমরাটাই!

১২৮০
দেখতে দেখতে অনেক বেলা, হারালো কত চাঁদের মেলা,
দেউলা আমার দেহের সরাই, যাচ্ছে নিভে আলোর খেলা!
তুমিও যেন পুরোন বকুল- পুরোন নদী ভাঙে না দুকূল-
হৃদের ভেতর বেতাল বাদন- ভাটির টানে চলছে ভেলা!

১২৮১
এইতো আমি আছি এখন, কখন যেন ইতিহাস,
আগরবাতি হয়েই যাবে, বকুল ফুলের সেই সুবাস!
ভাবি বন্ধু মানব জীবন, আর কি বল পাবো কখন?
এক জীবনে ভালোবেসে, মিটলো নাতো আমার আশ!

১২৮২
মেঘ বালিকা কাঁদলে তুমি, কালকে রাতে বৃষ্টি অঝোর,
এক চিলতেও মেঘ ছিলোনা, উঠলো সোনা সূর্য ভোর!
আমিও ভাবি রাতের বেলা, মিছেই আমার দু:খ খেলা-
সুখে দুখে বাঁচার যে স্বাদ- জানে কি তা মোর ঈশ্বর?

১২৮৩
তোমার কথা ভেবে ভেবেই, কাটলো কত অধীর রাত;
ফুটলো বেলী জ্যোৎস্না রাতে, গন্ধে আমার হৃদয় মাৎ!
কি যেন এক পাগল পাখী- কাঁদে তোমায় ডাকি ডাকি-
চাঁদের মতন অনেকদূরে- বাড়িয়ে আছে মায়ার হাত!

১২৮৪
নিশ্চিত চাঁদ উঠবে রাতে, নিশ্চিত নই আমরা সই!
তাই যদি হয় জীবন মোদের- আমরা কেন দূরে রই?
আমরা এসো এই বাগানে- রঙিন করি গোলাপ গানে-
তোমার চোখে পাগল রাতে, পলকবিহীন চেয়ে রই!

১২৮৫
সুলতান বলে আজকে রাতে, রইবো গো চাঁদ তোমার সাথে,
দীঘল কালো নৌকো আমার ভিড়িয়ে দিলাম তোমার ঘাটে!
আজকে আমার নেশার ঘোরে, বাজবে বাঁশী সব প্রহরে-
আমায় খুঁজে পাবে প্রিয়ে- দিল জানালায় কাল প্রভাতে!

১২৮৬
আমার মনের অলিন্দতে ফুটলো যত জুঁই বেলী,
আকাশ ভরা জ্যোৎস্নাময়ী তোমার তরেই অঞ্জলি!
স্বপ্ন ছেড়ে যেও নাকো- দিলের ভিতর থাকো মাগো-
তোমার স্মৃতিই সদাই প্রাণে গুনগুনিয়ে কয় অলি!

১২৮৭
বন্ধুরা সব হারিয়ে গেল, আগের মত নেই তো দিন,
ভাবছি আমার বাড়লো বয়স, বাড়লো পথে পথে ঋণ!
ওই যে আকাশ চাঁদের রাতি, তোমরা সবাই বন্ধু সাথী-
ফুল পাখীরাও সুরে ঘ্রাণে করলো আমার মন রঙিন!

১২৮৮
সুলতান -ওরে ভাবুক কবি, জ্যোৎস্না রাতে মন পোড়া,
মন কলমটা ভাঙা যে তোর, লাগবে কি তা আর জোড়া?
তোর বাগানে ফুটলোনা ফুল, দিয়েই গেলি শুধুই মাসুল-
লাভ কি রে তোর মিছেই কেঁদে- করবে কি তোর লাল সুরা?

১২৮৯
সঙ্গসুধা করেছি পান, বড়ই আমি ভাগ্যবান,
জীবনজুড়ে নাহয় প্রিয়ে রয়েই গেল অভিমান!
তোমায় দেখি চাঁদের মুখে-সুখ যে লাগে আমার বুকে-
গাইযে আমি সে গানখানি, শুনতে চাইতে তুমি যে গান!

১২৯০
ফুল সুবাস কি যায় ফুরিয়ে-পড়লে খসে নিদাঘ ভূঁয়ে?
তেমনি তুমি জেগে প্রিয়ে- কোনকালে যে গেলে ছুঁয়ে!
আজো মনের বিরান ভূমি- লেগেই আছে তোমার চুমি-
মরুর বুকে জ্যোৎস্না রাতি-মদিরতায় আছে নুয়ে!

১২৯১
জানলা দিয়ে চাঁদের আলো, আজকে আমার ঘর জুড়ালো,
উঠলো কেঁপে গোলাপ কুঁড়ি- তোমার বাগান মদির আলো!
নশ্বরতার এইযে জগৎ, দু:খভরা জীবন এ পথ-
তোমার কাছে ঋণ যে আমার- এই জগতে বাসলে ভালো!

১২৯২
নীতিবাগীশ বন্ধুরা মোর আর কতকাল চলবে মুখ,
গেলাস হাতে রাতের বেলা, ঘুম আসেনা দিস চুমুক!
দাঁতগুলো সব নড়বড় - কথার তোড়ে বড়সড়-
পালিয়ে গেছে প্রিয়া যে তোর রইলো পড়ে বালিশটুক!

১২৯৩

সাগরের তীরে বসেছিলাম, চাঁদনী রাতে শুনবো গান,
ক্ষুব্ধ সাগর কেঁদেই গেল, ছুটলো বায়ে নোনা ঘ্রাণ!
এই তো আমার গহন বনে-আপনি কাঁদি মনে মনে-
প্রাণের ভিতর মরু আমার, শুকিয়ে গেছে নদীর প্রাণ!

১২৯৪

সুলতান তুই প্রশ্ন করলি- মরুর কাছে বৃষ্টি কি?
পথের পাশে ভিখিরি যে, বললি তারে রাজার ঝি!
লোক হাসালি ওরে বোকা, মায়ের পেটেই আছিস খোকা-
কিসের সাথে কেমন করে তুলনাটা করলি কি?

১২৯৫

এই যে তোমার দেহখানা প্রমোদ তরী আর কতদিন,
দেহের সরাই লাল শিরাজির বইছে নদী রাত্রি দিন!
বাইরে খোঁজ কোথায় সাকী- গাইছে মনে বনের পাখী-
দিলের ভিতর জিকির করে খোদা নামে রাত্রিদিন!

১২৯৬

আজ আকাশে মেঘের খেলা, মন নদীতে ভাসিয়ে ভেলা,
জলের গানের চোখে আমার দাঁড়িয়ে আছো রাতের বেলা!
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে- ফুটলো তারা নীল আসমানে-
ফুল ফোটেনা আমার বনে- বৃষ্টি ভিজি আজ একেলা!

১২৯৭
চাঁদকে বলি ও পোড়া চাঁদ, আর কতদিন জ্বলবি বল?
আর কতদিন পুড়বো আমি, পুড়বে বুকের সাগর জল!
তুমিও প্রিয়ে মদির মাখা, চোখ দুটো যে কাজল আঁকা-
পোড়া বুকেই মারলে আমায় বাঁকা ধনুর তীর অনল!

১২৯৮
দরবেশ এক স্বপ্নে আমায় বল্ল মাটির হে সন্তান,
দিল ভোলানো সরাইখানায় দুইদিনেরই হে সুলতান!
নেশার ঘোরে আর কতদিন-থাকবি ভুলে দ্বীনের সে দিন-
অন্তর তোর আর কতদিন থাকবি ভুলে খোদার শান।

১২৯৯
মূর্খ পেয়ে বন্ধু আমার করলে কত এলেমবাজী,
আমিতো সেই কবে' র মরা নইতো তোমার মতো গাজী!
আমি নাহয় মাতাল হয়ে, আবল তাবল গেলাম ক'য়ে-
কালাকালের বক্তা তুমি, আমি নাহয় মূর্খ কাজী!

১৩০০
বাইরে ভিতরে তালাশ করি, বন্ধু তুমি যে জ্যোৎস্না রাত,
তোমার খোঁপার গাজরা গন্ধে, আজও আমার হৃদয় মাৎ!
আমার মনের নঁকশী টবে, সেই যে তুমি ফুটলে কবে-
হারিয়ে গেলেম কোন আঁধারে, আসবেনা জানি সুপ্রভাত!

১৩০১
সুলতান তোর প্রশ্নগুলো, রয়েই যাবে বেখবর,
দিনগুলো সব সোনার স্মৃতি-তারাই কাটে তোর কবর!
তুই শুধু এক সওয়ার ঘোড়ার, সে পথে নেই কোন দুয়ার,
দৌড়ে চলে জোর কদমে - তার পিঠে তুই বিদ্ধ শর!

১৩০২
জন্ম মৃত্যুর মধ্যখানে এক চিলতে জীবন মোর,
জীবন নিয়েই মনে মনে, সুলতান তুই করলি সোর!
তাজমহল তো রয়েছে পড়ে, শাহজাহান গেছেন গোরে,
চার পঙক্তির কবি হয়ে ভাবিস কেন হবি অমর?

১৩০৩
সাকী আমায় ভুল বুঝোনা, নইতো আমার বদ স্বভাব,
সাদা কাঁচের গেলাস ভরা আঙ্গুর পেষা লাল শরাব!
খোঁপার গোলাপ ভালোবাসি, বন্ধু আমি সুর পিয়াসী
সুবাস সুরের মত্ত আমি- দিল টানেনা ঐ রাবাব!

১৩০৪
বেরহমী দিলে তোমার, রহম কিগো আসবে আর,
বিরানভূমি হৃদয়খানি হবে কি গো ফুলবাহার?
তাই যদি হয় চাঁদকে ডাকি, জ্যোৎস্না রাতে কাজলা আঁখি-
আমার পানে চাইবে যখন, গাইবো আমি সুর বাহার!

১৩০৫
নেশা যখন তুঙ্গে আমার, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর,
সরাইখানাও ঢুলছে ঘুমে, নীরব নিথর এই শহর!
আমার মনে ফাগুন জাগে, ফুল ফুটে যায় বসন্ত্ রাগে-
মৃত্যু আমার সেও যে ভালো-ভেঙো না প্রিয়া বাহুডোর!

১৩০৬
মৃত্তিকাতেই গড়লে দেহ, মৃত্তিকাতেই গড়লে মুখ,
বললে নাতো কেমন করে গড়লে আমার দু:খ সুখ?
কেমন করে এই জগতে, কেঁদে হেসে চলি পথে-
কেমন করে জ্যোৎস্না তুমি-খোঁজ আমার সাগর বুক?

১৩০৭
আমিও যেমন তৈরি মাটির, মাটির তৈরি মদের ভাঁড়,
সরাইখানায় মিলি যখন, জীবন তখন খোশ বাহার!
হাতের মুঠোয় ছোট্ট জীবন-ভাবনা আমার কিসের কারণ,
জন্ম মৃত্যু সবই আমার-জানি নাতো লাভ কাহার?

১৩০৮
কাল তো জানেনা কতদিন রবে পদ্মা যমুনা বহমান;
তুমি রবে জানি, বাঙালী হৃদয়ে, শেখ মুজিবর রহমান!
নদী জেগে ওঠে, নদী মরে যায়-আপন পথে ইতিহাস ধায়
যে পথে এই জাতি যায়-গেয়ে গেযে যাবে তোমার গান!

১৩০৯
তুমি আমার থাকলে পাশে, উজল লাগে সবকিছু,
সাগরজলে নামতে আমার টানেনা আর মন পিছু!
তুমি আমার ভালো লাগা, গহন রাতে নেশা জাগা-
বৃষ্টি রাতে মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্না ছাড়া নয় কিছু!

১৩১০
কোথায় থাকে ভাগ্যদেবী, তাঁর ঠিকানা জানা নাই!
মোহনবাঁশি শুনি শুধু, কোথায় গেলে দেখা পাই?
সে আর আমি হাতে হাতে, ভাগ্য খুঁজি একই সাথে-
কর্ম মর্ম সবই বুঝি - ভাগ্যের তো তুলনা নাই!

১৩১১
যেমন আকাশ চাঁদ সুরুজে- ছড়ানো হাজার তারা চূর্ণ,
সরাইখানায় মদ মাতালে - জীবন হেথায় পরিপূর্ণ!
বেতাল মাতাল এইযে জগৎ, মোক্ষ লাভের হাজার পথ-
তুমিও পাগলী, আমিও পাগল- দুজন মিলেই আমরা পূর্ণ!

১৩১২
রাতের বেলা চাঁদটা যখন চূর্ণ হলো ঝিলের জলে,
মোটা করে কাজল পরা আঁখি তোমার কথা বলে!
আমিও যেন বনের নিষাদ, গেলাম ভুলে জীবন বিষাদ-
বাজিয়ে বাঁশী চন্দ্রকোষে-লুটিয়ে পড়ি প্রেমের জলে!

১৩১৩

থাক না কথা হুর পরীদের, শরাব নহর বেহেশতের,
কাজলা আঁখির সরাই সাকী কওনা কথা আবার ফের!
বুকের ভিতর রাবাব বাজে, সোরাই ভরা আজকে সাঁঝে-
বাতির আলোয় মাতাল গলায়- শুনিয়ে যাবো নতুন শের!

১৩১৪

চাঁদনী রাতের শেষ প্রহরে, গান ধরেছি আবার ফের,
প্রেমের গজল গাইছি আবার, মাতাল হাওয়া সুর প্রাণের!
পাহারাদারের চোখের ঘুমে, কোন স্বপন যে গেল চুমে-
রাত্রি গেল লাল সুরাতে, নেই তো কড়ি ঐ পারের!

১৩১৫

হাজার তালির আলখেল্লায় দরবেশ হলি এই ভবে,
দিলের ভিতর মোহের বৃক্ষ, কাটবি কবি বল কবে?
মনের ভিতর যুদ্ধে রত, লেংটা মানুষ হাজার শত-
বয়স দিয়ে লুকিয়ে রাখিস- ভালো হবি আর কবে?

১৩১৬

মোহ যত পান করেছিস, মরার পরেও বেহেশত চাই!
যা পেরেছিস তাই করেছিস, তাও তো ক্ষুধা মেটে নাই!
বয়স ভারে লুকিয়ে থাকিস, মনের জ্বালা মনেই রাখিস-
বাইরে যে তোর দরবেশী ভাব- নেই শরীরের সাধ্য নাই!

১৩১৭

ডাকলে তুমি 'রাতের কবি' ঢুলছো কেন ঘুম চোখে,
চাঁদ জেগে আজ মেঘ আড়ালে জ্যোৎস্নাকে তার কে রোখে!
ফোটাও বেলী বুকের ভিতর-হোকনা পাগল সব নিশাচর -
ডাকছে তোমায় পাগলী সাকী- কাজল পরা দুই চোখে!

১৩১৮

ভিতর বাইরে ভন্ড আমার, ভন্ড কোথায় খুঁজবো বল?
দেহের নায়ে চলছে খেলা, মন ঠিকানায় সব অতল!
খুঁজবো কোথায় সরাইখানা, দেহের ভিতর সব বাহানা-
সবই ঘটে দেহের ভিতর- দেহই আমার আজব কল!

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান

১৩১৯

আমিতো মানুষ খোদার সৃষ্টি, বলছো কেন আমায় পাপী,
তোমারই মত রোজ হাসরে- খোদার কাছে চাইবো মাফি!
আমি নিজে নিজেকে পোড়াই, দিল জ্বালালো হাজার সোরাই
খোদার সামনে সদাই আমি- সদাই গোনাহ'র অনুতাপী!

১৩২০

দূরে চলে গেলে প্রেয়সী আমার, দেবোনা তোমায় অভিশাপ,
গোলাপ পাঠাবো ঠিকানাবিহীন-জাগাবো তোমার অনুতাপ!
হয়তো আকাশে জ্যোৎস্না রাতে, ঝুরিবে বকুল শিশির সাথে-
উঠবে কেঁদে হৃদয় বাঁশরী - গহীন রাতের মনস্তাপ!

১৩২১

কি আর পোড়াবে বন্ধু আমার,পুড়েছি আমি সেই কবেই,
পুড়েছে কবে তারার আকাশ,পুড়েছে কবে জ্যোৎস্না সেই!
পুড়েছে আমার বকুল মালা, বেড়েছে রাতের বাঁশরী জ্বালা
তুমিই জ্বালাও তাই জ্বলিপুড়ি-তুমি ছাড়া মোর জীবন নেই!

১৩২২

আমি জানি তুমি ঘুমিয়ে আছো, আমার চোখে নেইযে ঘুম;
ঘুম কি আসে বলতো সাকী, চাঁদমুখে যেথা দেয় যে চুম!
তোমার সেই বনবাসী আঁখি-আমার দিলের গানের পাখী-
মাতাল করেছে সরাইখানা- মাতাল গেলাসে সুরের ধুম!

১৩২৩

হেমন্ত রাত আকাশ যেন হাসলো সাকী তোমার মুখে,
আমিও তোমার পাগল কবি ঝড়ের সাগর ফুঁসলো বুকে!
সরাইখানায় বাতির আলো- সোরাই থেকে মন সরালো-
এলানচুল আর কাজলআঁখি-ডাকলে আমায় কে আর রুখে!

১৩২৪

ঝরলে গোলাপ মাটির পরে, সুগন্ধ তার হয় কি শেষ?
বেদিল প্রিয়া দিল দিলেনা, তাই বলে মোর স্বপ্ন শেষ?
আকাশভরা তারার রাতি, আজকে প্রিয়ে আমার সাথী
বেদিল তুমি বেহেশত আমার-মন ভোলেনা এক নিমেষ!

১৩২৫

একদা রাতে পূর্ণিমা চাঁদ, কইলো কথা সাগর সাথে,
ভাঙছো কেন মোর মুখানি, এমন মায়া জ্যোৎস্না রাতে?
সাগর বলে তোমার আলো, আকাশ থেকে যেমন ঢালো,
আমার দেহের সবখানি যে পাগল হয়ে খেলায় মাতে!

১৩২৬

গোলাপঘ্রাণ নিতে চাও কবি, কাঁটার ভয় কি নেই তোমার?
যেদিন তোমায় বেসেছি ভাল-কাঁটার ভয়তো নেই আমার!
এই যে দেহ দু'দিনের তরে, হোকনা ছিন্ন কাঁটার আঁচড়ে-
নির্ঘুম রাত হোকনা সাথী - হোক না সময় ভালোবাসার!

১৩২৭

দু:খ তোমার হয়না কবি তারা ভরা রাত দেখে?
হারিয়ে যাবে কোথায় তুমি কবিতাগুলো সব রেখে!
ফুরিয়ে যাবে সৃজন খেলা, মিশবে ধুলোয় তোমার বেলা
নেইতো জানা কি পাবে আর, আঁধার রাতের কাছ থেকে!

১৩২৮

সে নদী আমার বুকের ভিতর, সেখানে রাতে চাঁদ ওঠে!
দুইপারে তার জেসমিন ঝোপ, মিহি জ্যোৎস্না ফুল ফোটে!
রাখাল আমি ঘুমহীন মাঠে, বুনোট কুয়াশার স্বপ্নালু হাটে
এঁকে যাই এক নঁকশী রুবাই-প্রেয়সী তোমার রাঙা ঠোঁটে!

১৩২৯

সাঁঝের পূরবী কলাবতী নারী, মুগ্ধকরা শ্যামলা সাকী,
পুরু করে কাজল পরা, ইষৎ লালাভ ডাগর আঁখি!
জীবন নামের সরাইখানা, পাগলামিতে নেইকো মানা
নাহয় নেশায় কাটলো জীবন ওরে আমার পোষা পাখী!

১৩৩০

গোলাপ বলে ওরে কাঁটা, তুই কেন এলি আমার সাথে?
'আমি যে তোর বিবেক বন্ধু, জীবন নামের এই হাটে;
ছায়ার মত আমি আছি, গোলাপরে তোর কাছাকাছি-
বিবেক শুন্য মানুষ হেথায়- ছিন্ন সবাই লুটপাটে!

১৩৩১

সেই মাতালের গোরের পাশে, ফুটবে কত বুনো জুঁই,
দখিন হাওয়ায় জ্যোৎস্না রাতে, দুলবে তারা মাথা নুই!
সুরার ঘ্রাণে মাতাল মাটি, বলবে কবি ছিলি খাঁটি -
স্বপ্ন ছিল হাজার বছর- কম বয়সেই মরলি তুই!

১৩৩২

দিলের ভিতর বসত করো, কোথায় থাকো সাগরপার?
নদীর বুকে ফুল ভাসাই যে, বে খবরী ঠিকানার!
তোমার সাথে কথা বলি, পঙক্তিগুলো লিখে চলি-
কি হবে এই রুবাঈগুলির- যখন যাবো মরণপার!

১৩৩৩
তোমাকে চাই বন্ধু আমার চাইনা কোন হুর পরী
মাটির হাঁড়ির কাঁজি ভালো, হোকনা দাম তার এক কড়ি!
থাকুক পড়ে শরাব নহর, আমি যে চাই মাটির সে ঘর-
তোমার আমার সাথে রবে, তারার আকাশ প্রেম ভরি!

১৩৩৪
মগ্ন আমি থাকি যখন, দ্রাক্ষা রসের সৌরভে,
ভালই লাগে সংগ তোমার জীবন নামের উৎসবে!
জীবন হেথায় মানুষ কিছু নিয়ে,কাটায় দিন আড্ডা দিয়ে-
সুরার নহর বইছে যেথায়-এমনি মৌজ আর হবে?

১৩৩৫
বেখবর তোর আর কতদিন-আলখেল্লায় দরবেশী,
সরাইখানায় কাজলা আঁখি-সাকীর প্রিয় দূরদেশী,
এমনি করেই কাটলো জীবন-উজাড় হলো তোর মধুবন
দিনগুলি তোর ভাঙছে দেহ- রইবি কি আর কালকেশী!

১৩৩৬
অলিন্দতে আকাশ দেখি, টবের ভিতর বেলি ফুল,
মনের ভিতর ছোট্ট নদী, ঘুরে বেড়াই তারি কূল!!
তেপান্তর শব্দখানি - হারিয়ে গেল কোথায় জানি-
সভ্যতার দেয়াল ঘেরা- ’কবির দিল গোলাপফুল’!

১৩৩৭
তোকে দেখে হঠাৎ কোরেই ফিরে গেলাম দূর অতীত,
সেই অতীতের ললিতকলায় বসে যেন লিখছি গীত!
সোনালী সেই দিনগুলি সব, স্মৃতির ভিতর নিথর নীরব-
তবলা বাজে মাথার ভিতর-সেইতো ছিলো আমার ভিত!

১৩৩৮
হোকনা আজি মেঘলা রাতি, আকাশ জানি ঝলমলে,
অঝোর ধারার বৃষ্টি তুমি- হৃদয় তোমার টলমলে!
তুমি আমি এপার ওপার, চাঁদ আছে তো দুইজনার-
দু:খগুলো জ্যোৎস্না রাতে- চাঁদের কাছে যাই বলে!

১৩৩৯
মায়ায় ভরা তুচ্ছ এ জীবন-মনকে বলি মানোরে মন!
এইযে আকাশ তারার রাতি, জানিস না তুই হারাবি কখন!
তুমিও প্রিয়ে ছিলে এ বাগানে- খুনসুটিতে মধুর দিনে-
দুঃখ- সবাই হারিয়ে যাবো - হারাবে ঐ তারার গগন?

১৩৪০
মাটি দিয়ে গড়লে আমায় আজব তুমি কুম্ভকার!
হাজার অবাক সৃজন রঙ্গে - স্রষ্টা তুমি নিরাকার!
সরাইখানা, সোরাই ও সুরা-রাতের আকাশ তারায় ভরা-
সবই তোমার সৃষ্টি বিধি - আমার শুধু পাপের ভার!

১৩৪১
মধ্য রাতের মাতাল আমি পরকালের গাই গজল,
আকাশ গাঙে শরাব নহর চাঁদ কিরণের নামছে ঢল!
এই জীবনের সরাইখানায় জানি নাতো কিযে মানায়-
কালের রীতি থাকলো কালেই-আরেক কালে সব অচল!

১৩৪২
এমন মধুর জ্যোৎস্না রাতে, কোথায় তুমি রুবাঈকার?
ঢল নেমেছে চাঁদের কিরণ, নরম সুবাস বিছান তার!
হতেম যদি চাঁদের আলো, কোঁকড়া চুলে অগোছালো
আপনমনে দেখবো চেয়ে- হাওয়ায় হাওয়ায় দোলা তার!

১৩৪৩
অনেক সময় মেঘের ভীড়ে হারিয়ে গেলে চাঁদ তারা,
মনের ভিতর হয়না প্রিয়ে, হলেম বুঝি সব হারা!
সদাই তুমি আছো হৃদে, গোলাপ কাঁটা হয়ে বিঁধে -
- বলতে পারো বন্ধু আমি-কেমনে কবি তুমি ছাড়া?

১৩৪৪
আকাশ বলে আমার ঘরে জেগে থাকো চাঁদ কার তরে,
তুমিও কি প্রিয়া আমার মত বিদ্ধ হয়েছো আঁখি শরে?
আজ রাতে,সাগরের পাশে, কাটাবো নিশিথ জল সুবাসে-
পাঠ করে যাবো বিরহী রুবাঈ তোমার তরে পরাণ ভরে!

১৩৪৫
দেখলে শুধু সাগরের রুপ, দেখলে নাতো হৃদয় তার,
অথৈ তাতে নোনাজলের, বইছে সেযে বিষাদ ভার!
গোলাপ ভরা বাগান আমার, দু:খ আছে কোথায় যে তার-
কাজলপরা সাকী ওগো মন আছে কি দিল বোঝার?

১৩৪৬
এইতো কাজল চোখে আমার, বাঁধ দিয়েছি নোনাজল,
নাহয় কবি দেখতে আমার চোখের পানি অবিরল!
খোঁপায় গুঁজে বকুল মালা, ঢেকে রাখি বুকের জ্বালা-
কোথায় তোমায় ঠাঁই দেবো গো বিষাদ ভরা হৃদ অতল!

১৩৪৭
ঘাসের উপর শুয়ে থাকার চাঁদনী রাতের দিনগুলি,
ঢোল বাজিয়ে মনের ভিতর নেচে নেচে কয় ঢুলী!
এই বাংলার রুবাঈ কবি, ভুলে গেলি সে সব ছবি-
পদ্মা পারের দস্যি যে তুই নিরেট পাগল বাঙ্গালী!

১৩৪৮
মনের ভিতর ঢুলী আমার গভীর রাতে প্রশ্ন করে,
কোন সে কথা দিনেরাতে এই জীবনে ভাবায় তোরে?
সবই মানি জীবন খানি - নয়কো কারো অমর বাণী
দিলাম নাতো কিছুই হেথায় নিলাম শুধু দু'হাত ভরে!

১৩৪৯

কেমনে ভুলিলি ওরে ভোলামন শ্যমলীর সেই বুনো পাখী,
কেমনে ভুলিলি ওরে ভোলামন সন্ধ্যা মালতীর মায়া মাখি!
কেমনে ভুলিলি ওরে ভোলাপ্রাণ, মধ্য রাতের সুরেলাগান
কেমনে ভুলিলি ওরে পাষাণ জীবন জাগানো সেই আঁখি!

১৩৫০

কেমনে ভুলিলি ওরে ভোলা মন,আগুনমুখী সেই নদী,
বাঙালীর বুকে হাজার বছর বয়ে যায়-যাবে নিরবধি!
সমাহিত যেন অংগার সব, মেঘনা হয়ে করে কলরব
মানব শোনিতে জ্বলে ওঠে ফের একাত্তর আসে যদি!

১৩৫১

গেলাস যখন পূর্ণ হলো, বাজলো তোমার কংকনে,
আজকে রাতে বাঁশী হাতে বসবো তোমার অংগনে!
চাঁদনী রাতে গোলাপ দিও, ভোরের আশায় গাইছি প্রিয়-
জীবন যেন এমনি চলে–মদিরা ফুলের এই বনে!

১৩৫২

চাঁদনী রাতে আসবো প্রিয়, পূবের জানলা রেখো খোলা,
মধ্যরাতে হাস্নুহেনা গন্ধে মাতাল দেয় দোলা!
রাত জাগা সব ফুলের সাথে, কইবো কথা নিরল রাতে
বকুল খোঁপার সুন্দরি গো আজকে রেখো চুল খোলা!

১৩৫৩
বিমর্ষ লাগে জ্যোৎস্না তখন,যখন তুমি নেই পাশে,
হৃদয় আমার থমকে দাঁড়ায়, লিখবো রুবাঈ কার আশে!
জ্যোৎস্না রাতে এলান চুলে নাই যদি রও জানলা খুলে-
হেমন্তেরই বাতাস হয়ে ঘুরবো আমি কার পাশে!

১৩৫৪
আমি যদি নদী হতাম নীল আঁচলে তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না ঢেলে নিশুথ রাতে, দু:খগুলো দিতাম রুখে!
আমি রাতের বেলী হয়ে, সৌরভেতে যেতাম কয়ে-
পূর্ণিমারাত এঁকেই যেতাম-তোমার ফসলী ঐ বুকে!

১৩৫৫
প্রদীপ জ্বেলে বসে থেকো, তারা ভরা জ্যোৎস্না রাতে,
পতঙ্গ মন আসবে উড়ে, মত্ত নেশায় পুড়বে তাতে,
বুকের ভিতর হৃদয়খানা- কোন বারণ ধার ধারেনা
উজাড় করে সরাইখানা- আজকে সাকী মরবো তাতে!

১৩৫৬
মন যে আমার বড়ই কাতর, সদাই বলে ছাড় না ঘর,
জগৎখানা রইলো পড়ে, দেখলিনাতো ও বিভোর!
ঘরের ভিতর কি আছে তোর, একাই সাধু একাই তো চোর
পারলি নাতো সরাতে তুই বুকের উপর যে পাথর!

১৩৫৭
ওষ্ঠে রেখো বিষ মাখিয়ে, আঁধার রাতে আসবো প্রিয়ে,
মরবো নাহয় আজকে রাতেই, ডালিম লালি ওষ্ঠ পিয়ে!
আমার গোরে মাথার পাশে, ফুটবে গোলাপ রাত সুবাসে-
আমরা দুজন থাকবো শুয়ে, তারার আকাশ গায়ে দিয়ে!

১৩৫৮
সরাইখানার সোরাইগুলো আজকে নাহয় হলই শেষ!
মাতাল আঁখির পাগলী সাকী থাকলে তুমি লাগবে বেশ!
আজকে রাতে আকাশ বিহার-তোমার মাথায় মুকুট তারার
তোমার জন্য কাজলা আঁখি হলাম না হয় নিরুদ্দেশ!

১৩৫৯
আরো তো ছিল অনেকদিন স্বপ্ন তোমার দুই চোখে
ভালোবাসার গল্পগুলোর তারার আকাশ ঐ বুকে!
অসমাপ্ত সকল ছবি -রইলো পড়ে আলোর কবি-
সব্যসাচী হারায় যদি- কি শ্বান্তনা মোর দুখে?

১৩৬০
দরোজা খুলে বাইরে এসো, তেপান্তরের এইযে মাঠ;
নদীর কাব্য লেখা হেথায়- বাঙ্গালীদের জীবন পাঠ!
চলছে মানুষ হাজার বছর, কখন আঁধার কখনো ভোর
ইতিহাসের পাতায় পাতায় সংগ্রামীদের জীবন পাঠ!

১৩৬১
তখন নেমেছে জোৎস্নার ঢল মধ্য রাতের পূর্ণিমায়
স্বপ্নে দেখি কিরণ নদী এই বাঙলায় বয়ে যায়!
দিয়েছিল ডাক মেঘ ভাঙা স্বরে তাঁর কথা আজ মন গভীরে
গৌরবে আর সৌরভে যেন -হাজার ফুলে বনভূমী ছায়!

১৩৬২
কাঁদিস কেন জ্যোৎস্না রাতে, সুলতান ও রুবাঈকার,
কি হতে চাস ঠিক করে নে - মালি এবং মালাকার-
কেঁদে যদি দিন গেলো তোর, সময় ফুরায় ফুল ফোটানোর
গাঁথবি কখন মালাখানি - ফিরবে নাতো দিন আবার!

১৩৬৩
ফুল ফুটিয়ে যাবো আমি হোকনা জীবন দুই দিনের!
বাগান রইবে ফুলে ভরা নাইবা হলো শোধ ঋণের!!
সরাইখানার ওগো সাকী, পান করালে শরাব বাঁকি
তাই বলে কি-তোমার মাতাল বইবে বোঝা সব ঋণের?

১৩৬৪
সরাইখানার পাশে রবে আমার সাধের গোলাপ ঝাড়,
রাতের আকাশ মাথার উপর, গোলাপ হাতে মাতাল পাঁড়;
তুমিও সাকী সামনে রবে, হাজার রাতের কেচ্ছা ক'বে-
বলবে আমায় জীবনকথা- ভালোবাসার গল্পকার!

১৩৬৫

সে কথা বল মোর কানেকানে, রাতের চাঁদ যেন না শোনে!
লাজে চাঁদ লুকাবে প্রিয়, ভেসে যাওয়া মেঘেদের সনে!
সোনার কৌটা বুকের কাছে, গোপন কথা সেথা জমা আছে
তুমি আছো আরো কাছে- আরো আরো হৃদয় গহনে!

১৩৬৬

আজ রাতের জ্যোৎস্না যেন, গোলাপ পাপড়ি চিঠির খামে!
ভালোবাসার বকুল গন্ধ বিকায় শুধু দিলের দামে!
এইতো সেদিন খোলা ছাদে, আমার বিরহী বাঁশী কাঁদে-
কলাবতীর সুরে সুরে, কেঁদে কেঁদে তোমার নামে!

রুবাইয়াৎ-ই- সুলতান

১৩৬৭

তোমার কাছে মিনতি মোর,যেদিন থেকে আসবেনা ভোর,
জ্যোৎস্না উজল থাকে যেন রুবাঈকারের সেই যে কবর!
গোলাপ ঝাড়ে রইবে ঢাকা, পাপড়ি এবং সুরভ মাখা-
অনন্তকাল রইবো সেথায়- কাব্যবিহীন ঘুম বিভোর!

১৩৬৮

এত বড় আকাশ দিলে, দিলে আমায় ফুল বাগান,
সরাইখানা, সাকী-শরাব, দিলে প্রাণে প্রেমের গান!
আবার কেন বেহেশতখানা,চায় না মন সে শরাবখানা
বেশতো আছি মহিম খোদা, শোকর করি তোমার দান!

১৩৬৯

আমিতো জানিনা কোন সে সারথি কোন রথ নিয়ে ধায়,
আমি বসে আছি একাকী রথে, সে তো না ফিরে চায়!
বুঝিনা একা কি কথা বলে, আপনার বেগে রথ ধেয়ে চলে-
উন্মুখ আমি চিনিতে তারে- চিনতে আজও পারিনা হায়!

১৩৭০

সারথিরে আমি প্রশ্ন করি, কে আমি বল তোমার সাথে?
শরীরে কেমন জলকাদা মোর, ঘুম নেই আঁখি পাতে!
কোথা নিয়ে যাও বল মোরে- শুধু রথের চাকা ঘোরে-
আমি পারিনা আমাকে চিনতে-জ্যোৎস্নাবিহীন এ রাতে?

১৩৭১

সেই ছায়া- সারথি আমার, আঁধার থেকে বলে 'তুমি';
মনে কি পড়ে মাঠের রাখাল- লাল সবুজের সেই ভূমি!
মনে কি পড়ে সেই তাল পাতা, কঞ্চি কলমে লেখা কবিতা-
মনে কি পড়ে প্রদীপ আলোতে ডুবে থাকা সেই তুমি!

১৩৭২

আমি জানিনা ফুটবে কি ফুল জ্যোৎস্না বিহীন সেই রাতে,
তুমি রবে কিনা সারথি আমার, একা রুবাঈকারের সাথে!
সেখানে আছে কি রং বাহার-আছে কি পানীয় আহার
আছে কি সাকী-সোরাই ভরা শরাব পেয়ালা পেলব হাতে!

১৩৭৩

তুমি কি রবে কবিতার কবি, কাল জ্যোৎস্নার সেই রাতে?
মৃতদের ভীড় নেই কারো নীড়- যেথা সূর্য ওঠেনা প্রাতে!
প্রাণহীন সেথা ছায়া ছায়া সব, নিরালা নিথর নেই কলরব-
ছায়ারথে উড়ে উড়ে যাও-কি জানি কেউ আছে কি সাথে?

১৩৭৪

জেগেছিলে তুমি স্বপ্নের দেশে, শেষ ঘুমানোর সেই আগে?
ভুলে গেলে তুমি এলাচি সুবাস, যেথায় ছিলে ফুল ফাগে?
ভুলে গেলে তারে সেইযে সাকী, কথা কওয়া ডাগর আঁখি.
গেলাসে তোমার শরাব ঢেলে চোখে চেয়েছে কি অনুরাগে!

১৩৭৫

আমি বয়ে চলি জন্মমৃত্যু, আছে ভালোবাসা বুকভরা,
সদা প্রস্তুত সারথির রথ-এ জীবন তাঁর মনগড়া!
ভালোবাসা যেন শুধুই মিছে, বেড়ায় কেঁদে জীবনের পিছে
মৃত্যু মানেনা ভালোবাসা মোর-জীবন যেন জয় করা!

১৩৭৬

সেখানে কি আছে চন্দ্রতারা, জীবনের মত রুপকথা?
সরাইখানার মধুগুঞ্জন-নাকি সেথা শুধু নীরবতা?
সেখানে কি আছে কাজলআঁখি, সোরাই হাতে রুপসী সাকী
সেথা আছে কি মানব মানবী- জেগে ওঠে যেথা প্রেমলতা!

১৩৭৭
রুপসী শশী কইলো একদা, আমি যদি ডুবি চিরতরে;
হে প্রিয় আমার আবেগী কবি, রুবাই লিখবে কেমন করে?
চাঁদ জানেনা ওগো প্রিয়তমা, তার চেয়েও তুমি মনোরমা-
তোমার আঁখির আলো দেয়, ক্ষুধিত আমার দুচোখ ভরি!

১৩৭৮
মোটা করে কাজল নিলে অশ্রু যদি রুদ্ধ হয়;
কান্নাটুকু লুকোবে কোথায়, হৃদয় যেথা জ্যোৎস্নাময়!
রইলো নাহয় গোলাপখানি, শেষ দেখা প্রিয় তাতো জানি-
ফিরিয়ে নিও হৃদয় গোলাপ আবার যদি দেখা হয়!

১৩৭৯
বৃষ্টি যদি নামে নামুক, ভিজবো রাতে এই বনে;
নিশির কুসুম হাতে নিয়ে কইবো কথা মেঘ সনে!
আসতে পারো আমার কাছে, বৃষ্টি ভেজা মেঘলা রাতে
বনের ভিতর রাতের কুসুম খুঁজবো মোরা দুইজনে!

১৩৮০
সারথি বল একাকী জ্যোৎস্না কার ভালো লাগে দ্রাক্ষাহীন,
যদি না বাজে সাকীর নূপুর, মনের গহনে রঙিলা বীণ!
চার পংক্তির রুবাঈকারে- এর চে বেশী কি আর পারে
হোকনা রাত্রি আজকে রসালো, বাড়লো নাহয় কিছুটা ঋণ!

১৩৮১

এমন যদি রাত্রি হতো-জ্যোৎস্না রাতে ঝরণাতীর;
দরবারীতে গাইছো গজল, কিরণমালায় তার আবীর!
আধ-আঁধারে ছায়া ছায়া, বনের ধারে মৃগের কায়া-
গেলাস ভরা আঙুর পেষা-তৃপ্তি ভরা চোখের নীড়!

১৩৮২

জানি আমার রুবাঈগুলি, জীর্ণ হবে পড়বে ধূলি,
আমি তুমি সবাই যাবো, রইবে পড়ে ইচ্ছাগুলি!
ইচ্ছেগুলোও পথ হারাবে, কালের চাকায় ছিন্ন হবে-
কেউ রবেনা-বাদশা ফকির- গোলাপ বনের বুলবুলি!

১৩৮৩

কিতাব হাতে কলরব কত - জ্ঞানবেত্তা বন্ধুরা সব;
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদনী পিয়ে আমিই শুধু রই নীরব!
কিতাব খুলে হিসাব দিলে, সবই তার খেলাম গিলে-
হলোনা কোন আমার হিলে, বল এটা কোন গজব?

১৩৮৪

আয়না আমার কবেই বিকল সরেনা প্রিয়া তোমার মুখ!
জ্যোৎস্না কেঁদেছে শিশির হয়ে, কলঙ্কিত চাঁদের বুক!
সরাইখানার সোরাইগুলো- শূন্য খাঁচা পড়ছে ধূলো-
তারপাশে গাইছি গজল, তোমায় নিয়ে- সেইতো সুখ!

১৩৮৫
জন্ম মৃত্যু জীবন নিয়ে এইযে ধরা গোরস্থান,
এইতো আমার মাতাল হাওয়ার সরাইখানা গুলিস্থান!
এইতো আমার ভালোবাসার, এইতো আমার সকল আশার
এইতো আমার প্রেমের কানন- জীবন নামের মধুর গান!

১৩৮৬
গেলাস খালি, বসে আছি সাকী তুমি বেরহম,
তোমায় ডাকি, শোন নাকি, নিঃশ্বাসে মোর দমেদম!
এইযে রাতের আকাশখানি- নীল চাঁদোয়ার ফুলদানী
কণ্ঠে আমার তোমার বাণী - গাইছি সদাই মনোরম!

১৩৮৭
আমরা সবাই যে যার মত বেহেশতখানা তৈরীতে,
লেগেই থাকি, জীবন হেথা- থাকনা যতই বৈরীতে!
অনিবার্য মৃত্যু যেথায়, কাব্য করে লাভ কি সেথায়?
ইচ্ছে করে তাই লিখে যাই- বাছ বাছিনা কার হিতে!

১৩৮৮
প্রিয়ার কালো চোখের পাতে, তারার ঝিলিক নিশিরাতে,
সোরাই ভরা সরাইখানায়, গাইবো গীতি তারই সাথে!
দুচোখ ভরে সাগর দেখে, চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মেখে
ভৈরবীতে গাইবো গজল, ফুল ফোটানো কাল প্রাতে!

১৩৮৯

কি জানি কি আবার কবে, কোথায় গিয়ে দেখা হবে!
কোথায় সে যে, কোন ভূবনে, কোন সরাইয়ে সাকী হবে?
মাতাল হয়ে খুঁজবো প্রিয়, আপনি থেকে দেখা দিও-
দেওয়ানা তো হয়েই গেছি- তোমার প্রেমে সেই কবে?

১৩৯০

তোমার আমার দিনগুলি সব, আজকে যেন জ্যোৎস্না রাত,
হাজার তারার আকাশ আজি তোমার আমার অশ্রুপাত!
ফিরবে নাতো সেদিন প্রিয়, স্মৃতির বকুল কুড়িয়ে নিও-
ছড়িয়ে আছে নীল আকাশে- মধুর বিধুর স্মৃতির সাথ!

১৩৯১

ভঙ্গুর এক বালাখানা-কিসের বড়াই দেহ নিয়ে?
স্বপ্নে মোড়া জীবন মিথ্যে, শেষ হয় যার মৃত্যু দিয়ে!
এই যদি হয় জীবন খানা, মাতাল হওয়া কিসের মানা-
সরাইখানায় সোরাই ভরে জ্যোৎস্না রাতে এসো প্রিয়ে!

১৩৯২

চাঁদের নামটি হয়তো ছিল দুধকুমারী কাল রাতে!
তুমি আমি জ্যোৎস্না দুধে ভিজেছিলাম একসাথে!
অষ্টাদশী তোমার ছবি, আমিও সেই যে তরুণ কবি-
রাতের বেলা বনশ্রী - ঘুরে এলাম এক সাথে!

১৩৯৩
তরুণ কবি বুঝলেনাতো কেমন দ্রুত সময় যায়,
এইতো সময় জীবন ভোগের, সাকী সোরাই তোল নায়!
অস্তমিত বেলা শেষে, পোষাক পরে তরুণ বেশে-
কি লাভ বলো অবশেষে- যৌবন যখন নেইতো হায়!

১৩৯৪
সুলতান বলে খুঁজিনি তাকে, দাঁড়িয়ে ছিল যে ফুল হাতে;
খুঁজেছি শধুই প্রেয়সী তোমায়, বিরহ দিয়েছ সব রাতে!
তোমারে খুঁজেছি বাজিয়ে বাঁশী, হৃদয়ে জেগে জলধ রাশি
বকুল বিছিয়ে নঁকশী আকাশ, কেঁদে যায় আজ আঁখিপাতে!

১৩৯৫
নাহয় পেলাম শরাব নহর, না হয় পেলাম ফুলবাগান,
তুমিযে শুধুই একটি বকুল তাতেই আমার জুড়ায় প্রাণ!
সুবাস তোমার লুকিয়ে আছে, আমার দিলের অতি কাছে
ওষ্ঠে তোমার সেই যে নহর, বেহেস্ত নহর যার সমান!

১৩৯৬
এলাজ তো নেই সুলতান তোর, রোগ যে বড়ই ভয়ঙ্কর;
ঘুরছে পিছে মৃত্যু সদাই- জীবন ফাঁকি শুভঙ্কর!
লাভ কি ভবে কেঁদে কেঁদে- ভালোবাসার মন্ত্র সেধে-
শূন্য ফলের বোঝা বয়ে কাটিয়ে দিলি জীবনভর!

১৩৯৭
দুধকুমারী চন্দ্র তখন, ঢুলুঢুলু ঘুমো চোখ,
বেঁহুশ প্রভাত আমার নেশায়, হাতড়ে খুঁজি তন্দ্রালোক!
স্বপ্ন নামের নদী মনে, পাল উড়িয়ে ঝড় পবনে-
সুখের খোঁজে যাত্রা করে, পেলাম শুধু মৃত্যু শোক!

১৩৯৮
দাঁড়িয়েছিলাম দুধে ভরা ধানের ক্ষেতের আলপথে,
প্রবারণার চাঁদখানাটাও উঠলো হেসে সেই পথে!
আমার মনে দোল শিহরণ জাগিয়ে তোলে জ্যোৎস্না কিরণ-
কেমন করে মনের ঘরে- আসলে তুমি কোন রথে!

১৩৯৯
নাই যদি ভালোবাসলে পিয়া, নেভাতে তবে আসো কেন?
পুড়ুক আমার হৃদয়খানা, ভালোবাসাহীন দোজখ জেনো!
তাও তো ভাবি পোড়া দিলে, মেঘলা রাতে চাঁদ উঠিলে-
পোড়া আমার এই দিলেতে, তোমার গোলাপ ফুটে কেন?

১৪০০
যোগবিয়োগের এই জগতে শূন্য নিয়ে খেলছো কবি,
এইতো আছো রঙের মেলায়, মরণ হলেই শূন্য ছবি!
কেউ জানেনা কেমন জগৎ, মরণ ছাড়া নেই কোন পথ-
চন্দ্রবিহীন রাত্রি সেথায়, হয়তো দিনেও নেই রবি!

ধন্যবাদ সুপ্রিয় পাঠক

সমাপ্ত